359

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 1 4 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সিনেট নির্বাচনে ঐক্য পরিষদের পরিচিতি সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত করার অঙ্গীকার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনকে সামনে রেখে বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রাসমুক্ত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পরিষদের প্যানেল পরিচিতি সভায় নেতৃবৃন্দ এ অঙ্গীকার করেন।

নির্বাচন পরিচালনা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় পরিচিতি সভা। প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। পরিচিতি সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, এবিএম মূসা, অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদ চৌধুরী, সৈয়দ হাসান ইমাম, শফিকুর রহমান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনেক উন্নত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদ থেকে গত নির্বাচনে নির্বাচিত ২৫ সিনেট সদস্যের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা বলেন, 'এই পরিষদের সিনেট সদস্যরাই গতবার নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সিনেটের ভিতরে ও বাইরে সর্বাত্মকভাবে সোচ্চার হয়েছে। দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি অনিয়মের তদন্তে সিনেটের কমিটি গঠন, শিক্ষার মান উন্নয়ন, দেশের প্রয়োজন ও উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন বিভাগ ও ইনস্টিটিউট খোলা, শিক্ষাদান সংক্রান্ত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন হল প্রতিষ্ঠা, বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি, পরিবহন সমস্যা সমাধান, বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতালে উন্নীতকরণ, দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বস্তি উচ্ছেদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করে পরনির্ভরশীলতা কমানো ইত্যাদি বিষয়ে বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

সারা দেশে সিনেট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদ দেশব্যাপী এনজিও, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারী দলের সমন্বয়ে নির্বাচন পরিচালনা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে– ভোটযুদ্ধে এই কারণে তারা এগিয়ে রয়েছে। 'গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের' নির্বাচন পরিচালনা স্টিয়ারিং কমিটির নেতা অধ্যাপক ড. আআমম আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন– 'সম্মানিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্ত দেখতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করেই তাঁরা ভোট দিবেন। এ জন্য জয়ের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' এই পরিষদের কয়েকজন নেতা অভিযোগ করেছেন 'জাতীয়তাবাদী ঐক্যপরিষদের দু' একজন নেতা নিজস্ব প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছেন যা গণতন্ত্রমনা কারও উচিত নয়।'

গতকালের প্যানেল পরিচিতি সভায় কয়েক শ' বিশিষ্ট এলামনাই ও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটসহ কয়েক হাজার রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট পুরো প্রেসক্লাব চত্বরে জমায়েত হয়েছে। সকল প্রার্থীকে পরিচয় ও কীর্তির কথা শুনে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটরা করতালির মাধ্যমে তাদের বরণ করে নেয়।